REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৬ই পৌষ বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 21st December 1921 | ২৮শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ২৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস, আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, নগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধুবান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র /০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৬ই পৌষ বুধবার ১৩২৮ সাল।

কাঙ্গালী বিদায়।

—:০:—

আগামী রবিবার জঙ্গিপুর ফৌজদারী কাছারীর হাঁতায় যুবরাজের আগমনোপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ হইতে দরিদ্রনারায়ণগণকে চাউল ও পয়সা বিতরিত হইবে। এই মহার্ঘতার দিনে রংতামাসা বাজী বারুদে অর্থের শ্রাদ্ধ না করিয়া যে কাঙ্গালের উদর পূরণের ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা অতীব প্রশংসনীয়।

আগামী মাতৃকুলেশন।

—০—

আগামী ৩রা জানুয়ারী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মাতৃকুলাশন পরীক্ষার দর্শনী দাখিলের শেষ দিন কিন্তু পরীক্ষার শুভ দিন বিশ্বপণ্ডিতগণ এখনও ধার্য্য করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য নির্ব্বাচিত ছাত্রগণ কেহ কেহ ফিঃ দাখিল করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। স্থানীয় স্কুলের কোন কোন ছাত্র এখনও কি করি কি করি করিতেছে। একটা যা হয় দিন ফেলিয়া দিলেই হইত না হয় মামলার দিনের মত দিন পরিবর্ত্তন হইত। ইহাও ত ইউনিভার্সিটীতে নূতন নহে।

২৪শে তারিখের হরতাল।

—:০:—

১৮ই নবেম্বরের মত ২৪শে ডিসেম্বরেও জঙ্গিপুরে হরতাল অনুষ্ঠিত হইবার সূচনা অনুমিত হইতেছে। স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপনও পরিদৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা বাজার হাট পূর্ব্ব দিন করিয়া রাখিবেন তাঁহারাই বুদ্ধিমানের কাজ করিবেন, নচেৎ সে দিন অরন্ধন। কাছারী ও সরকারী আফিস বন্ধ আমলা ও উকীল মোক্তারগণের উদ্বেগ বা লোকসান নাই।

পাত্র হাজতে বিবাহ করিল তাহার ফটো।

—(০)—

গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে উত্তর লক্ষ্মীপুরে এই অদ্ভুত [illegible]বাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের বর শ্রীগা[illegible]দ্ধেশ্বর গগই বি-এ ক্লাসের ছাত্র। সে স্বেচ্ছাসেবকরূপে পিকেটিংএ বাহির হইয়া পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয় এবং হাজতে প্রেরিত হয়। এ দিকে ১১ই তারিখে তাহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক। সিদ্ধেশ্বরের অভিভাবকগণ সিদ্ধেশ্বরকে জামিনে খালাস করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর তাহাতে রাজী হয় না। সে বলে—আমি উপস্থিত না থাকিলে কোন ক্ষতি হইবে না—আমার ফটোর সহিত বিবাহ হইতে পারে। অভিভাবকগণ যথানিয়মে ও যথাশাস্ত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বরের পিতা ও কন্যার পিতার মুখে বিষাদের লেশমাত্র ছিলনা পাত্রীকেও বেশ প্রফুল্ল দেখা যায়। বিবাহ সভায় মূহুর্মুহু "মহাত্মা গান্ধীকি জয়", "ভারত মাতাকি জয়" ধ্বনি হইয়াছিল।

শান্তি রক্ষায় ভ্রান্তি।

—(০)—

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। বর্ত্তমান সম্রাট যখন যুবরাজ-রূপে ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন তখনকার কলিকাতায় নানাবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, আর এখনকার কলিকাতায় নানাবিধ উৎপাতের অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হইতেছে। ২৪শে তারিখে যাহাতে হরতাল করা হয় যাহাতে যুবরাজ আসিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীর নীরবতা দর্শন করেন তজ্জন্য অসহযোগী দল প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আজ ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বড়লাট রেডিং বাহাদুর স্বয়ং কলিকাতায় উপস্থিত। অসহযোগীরা খদ্দর পরিয়া গান্ধীটুপি মাথায় দিয়া মুখে মহাত্মা গান্ধীজিকী জয় বলিয়া রাজপথে খদ্দর বেচিতেছিল ও দোকানদারগণকে ২৪শে তারিখে দোকানপাট বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিতেছিল। ইহাই হইল আইন ভঙ্গ ও শান্তি ভঙ্গের প্রধান অঙ্গ। শান্তিরক্ষা ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করা রাজা ও রাজকর্ম্মচারীগণের ধর্ম্ম। পুলিশের উপর হুকুম লইল শান্তিরক্ষা কর। দেশীয় কৃষ্ণবর্ণ পুলিশ প্রহরী সব কাজ ঠিক করিতে পারে কি না পারে বলিয়া শ্বেতবর্ণ ধবল পুলিশও পথে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিয়া গেল। সরকার হুকুম দিয়াছিলেন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে। বোধ হয় অপরাধীর সংজ্ঞাটী শান্তির জন্মদাতা রাজ কিঙ্কর গৌরাঙ্গ সার্জ্জেণ্ট বাহাদুরগণকেও বলিয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বলিলে কি হইবে? লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সময় রামচন্দ্র ত তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত কিঙ্কর মহাবীরকে বিশল্যকরণী আনিতে বলিয়াছিলেন। হনুমানের কি সে আক্কেল ছিল? সে বিশল্যকরণী চিনিতে না পারিয়া সমস্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতটীকেই প্রভুর নিকটে হাজির করিয়াছিল। একে মহাবীর হনুমান তাহাতে রাম আজ্ঞা। আর কি রক্ষা আছে? সেইরূপ তথাকথিত শান্তিরক্ষকগণ খদ্দর পরিহিত মানুষ দেখিলেই তাহাকে নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। "গান্ধীজী কী জয়" শুনিলেই মেজাজ বিগরাইতে লাগিল।

আমাদের গ্রামের একটী বুড়ীকে 'আকাশে তারা উঠেছে' বলিলেই সে ইট হাতে করিয়া আমাদের তাড়া করিত ও বাপান্ন পুরুষের ছরাদ করিত; আমরাও খুব আমোদ পাইতাম বুড়ীকে দেখিলেই 'তারা উঠেছে' বলিয়া তাড়া ও গালি খাইতাম।

সেইরূপ গোরা সার্জ্জেণ্টগণের "গান্ধী ও খদ্দর ফোবিয়া' উপস্থিত হইল! ৫ জন স্বদেশী পোষাকের লোক দেখিলেই তাহাদিগকে অপরাধী ও রাজদ্রোহী ঠাওরাইতে লাগিল। ফলে চিররাজভক্ত মডারেট সিটি কলেজাধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ও সার্জ্জেণ্ট প্রভুগণের হস্তের সুমধুর আপ্যায়নে বঞ্চিত হইলেন না। চুনোপুটির নির্য্যাতন নজরে না পড়িলেও যখন নিরপরাধী রুই কাতলার নির্য্যাতন হইতে লাগিল তখন কর্ত্তারা বোধ হয় নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া 'কুত্তা বোলালিয়া'। আজকাল কলিকাতায় আর সার্জ্জেণ্টগণের গান্ধী ও খদ্দরাতঙ্ক নাই সাধারণেরও সার্জ্জেণ্টাতঙ্ক কমিয়াছে। নেতৃবৃন্দ অধিকাংশই কারাগারে। কলিকাতার রাজপথ অনেকটা ঠাণ্ডা কিন্তু মফঃস্বলের লোক পূর্ব্বের কয়দিনের হিড়িকে কলিকাতা মুখো হইতে ভয় করিতেছে। যুবরাজ দর্শনে যদিও বা কাহারো ইচ্ছা ছিল, গোরার বুটের ভয়ে ও গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে সে ইচ্ছা অনেকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ত্তাদের শান্তি রক্ষার ভ্রান্তিই ইহার মূল কারণ। সরকারের নিজের চালে ভুল হওয়ায় হরতাল বন্ধ না হইয়া বরং উৎসব দর্শনের দর্শক বন্ধ করা হইল। দাদ সারাইতে কুষ্ঠ হইল।

কেবল দেড় টাকায়
প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।
এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিত্তলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩বাঙ্কনং[illegible] রোড কলিকাতা।

অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

—:০:—

সে দিন রিপন কলেজের জন্মদাতা সার সুরেন্দ্রনাথকে উক্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দ অপমান করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সার মহাশয়ের কোষ্ঠীর ফল ভাবিয়া হতভম্ব হইয়াছি। হায় সুরেন্দ্রনাথ! তুমি একদিন এই ভারতে গান্ধীর অপেক্ষাও উচ্চ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলে। ছাত্রগণ তোমাকে দেবতা হইতেও বড় মনে করিত। তোমার ইঙ্গিতে উঠিত তোমার ইঙ্গিতে বসিত। আর আজ তোমার নিজস্ব কলেজের ছাত্রগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইলে? তাই একটি চল্‌তি শ্লোকের অনুকরণে বলিতেছি—

নেতৃত্বং যত্র কুত্রাপি মন্ত্রিত্বং রাজ-সংসদি।
লাঞ্ছনং স্বগৃহে ছাত্রৈরপরম্বা কিং ভবিষ্যতি॥

একি কথা শুনি আজি 'নায়কের' মুখে

—০—

কলিকাতার দৈনিক সংবাদ পত্র 'নায়কে' প্রকাশ—'হরতাল বুঝি হইবে না।' বাংলা সরকার ও ননকো নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটী আপোষ বন্দোবস্তের চেষ্টা হইতেছে। এরূপ গুজব কলিকাতায় রটিয়াছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। আবার 'নায়ক' বলিতেছেন—যে হরতাল করিবার প্রচার কার্য্য পুরো মাত্রায় চলিতেছে। মহাত্মাজীর সহিত তারে তারে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। বেশ আপোষ একটা হইলে মন্দ কি? তবে না আঁচাইলে বিশ্বাস হয় না। ঝঞ্ঝাট যত চুকে ততই ভাল। মফঃস্বলের অনেক স্থানে ১৪৪ ধারার বিরাম নাই। তবে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন ধারাই নাই। অভাবের তাড়নায় ঘা নয়ন ধারা পরিলক্ষিত হইতেছে। এখানে সহযোগীর ও অসহযোগীর একত্র সন্নিবেশ। কে সহযোগী কে অসহযোগী মালুম করা কঠিন। এটা 'ধরি মাছ না ছুই পানির' জেলা।

—:০:—

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ।

—০—

ভাল খেজুরে গুর ও দোলো চিনি তৈয়ারি করিবার উপায়।

বাতাসের সঙ্গে নানা রকম জীবাণু সকল সময় উড়িয়া বেড়ায়। খেজুরের রস খুব সাবধানে রাখিতে না পারিলে ঐ সকল জীবাণু তাহার উপর পড়িয়া অনেক ক্ষতি করিয়া দেয়। এ জন্য রস হইতে ভাল গুড় পাওয়া যায় না এবং চিনির ভাগ কম হয়। কয়েকটি উপায়ে এই ক্ষতি বন্ধ করা যাইতে পারে।

১। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা রসের কলসী ঝুলাইবার আগে গাছের কাটা অংশ পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ফরমালিন্ নামক আরকের কয়েক ফোঁটা ঐ জলের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। ডাক্তার-খানায় খোঁজ করিলে এই আরক পাওয়া যাইবে।

২। রসের কলসী আগুনে তাতাইয়া লইবার যে নিয়ম আছে তাহা না করিয়া কলসীর ভিতর ভাগ মাঝে মাঝে চুন লেপিয়া লইলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এমন কি এরূপ কলসীতে দিনের বেলায় ওলা রস জড় থাকিলে তাহা হইতেও ভাল গুড় পাওয়া যাইবে।

৩। গাছে কলসী ঝুলাইবার সময় তাহার মুখ যতটা সম্ভব সরা বা আর কিছু দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া দরকার। কেবল নল হইতে কলসীতে রস পড়িবার জন্য একটু গর্ত্ত রাখিলেই যথেষ্ট।

৪। রস জাল দিবার লোহার কড়াই সকল খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কোন রকম পোড়া গুড় বা চিনি তাহার গায়ে লাগিয়া থাকিলে জাল দেওয়া রসের রং কাল হইয়া যায়।

৫। রস জাল দিবার সময় অল্প করিয়া তেঁতুল গোলা জল তাহার উপর ছিটাইয়া দিলে খেজুরে গুড় দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার মত হইবে। কয়েকদিন অভ্যাস করিলেই বুঝা যাইবে কোন রসে কতটা তেঁতুল জল দেওয়া দরকার।

৬। পাটা সেওলা দিয়া চিনি পরিষ্কার করিতে অনেক সময় লাগে। আজকাল এই কাজের জন্য এক রকম কল পাওয়া যায় তাহাতে হাড়ের কয়লা ইত্যাদি কিছু ব্যবহার না করিয়াও অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পরিষ্কার চিনি বাহির করা যায়। একজন খণ্ডদারি পক্ষে এই কল কেনা দুঃসাধ্য হইলেও পাঁচজনে মিলিয়া সমবায় ভাবে কিনিলে সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কলিকাতায় ৪০-এ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে ডিরেক্টর অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রীর নিকট লিখিলে জানা যাইবে।

ডি, বি, মীক,
৪০-এ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট কলিকাতা ডাইরেক্টর।

জমি বিক্রয়।

সিদ্ধিকালী মাঠে ৭।৪ সাত বিঘা নয় কাঠা জমি ফুদন কুমারী দাসী বাকী খাজনায় নিলাম খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জমি বিক্রয় হইবে। জমিতে জল পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। উক্ত জমির বিবরণ সিদ্ধিকালীর কামিনী কোটাল কিম্বা জঙ্গিপুর রোড ষ্টেষণের কয়লার ডিপোতে অবিনাষচন্দ্র সরকারের নিকট অনুসন্ধান করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
সাং জোতকমল।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইনজেকসন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দুরীকরণের নিমিত্ত এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোরো ২৫+২৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোডের মোড়, কলিকাতা।

আমমোক্তার-নামা খারিজ।

—০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যায় যে, আমি জঙ্গিপুর কালিয়াই নিবাসী ৺রামদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মোক্তার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কালিপদ চট্টোপাধ্যায়কে আমার ষ্টেটের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনার্থ বিগত সন ১৩২৬ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে যে আমমোক্তার-নামা দেওয়া হইয়াছিল উক্ত আমমোক্তার নামার বাদ খারিজ ও রদ বাদ করা হইল। অতঃপর উক্ত চট্টোপাধ্যায় আমার পক্ষ হইতে উক্ত আমমোক্তার-নামার বলে কোন কার্য্য করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এবং ঐ আমমোক্তার-নামার বলে কোন কার্য্য করিলে আমি তজ্জন্য দায়ী হইব না। ইতি—

শ্রীমতী কিরণবালা দেবী।
ষ্টেট জঙ্গিপুর কালিয়াই।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ৵০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নাদিকর রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দুরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দুরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলু টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ।

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

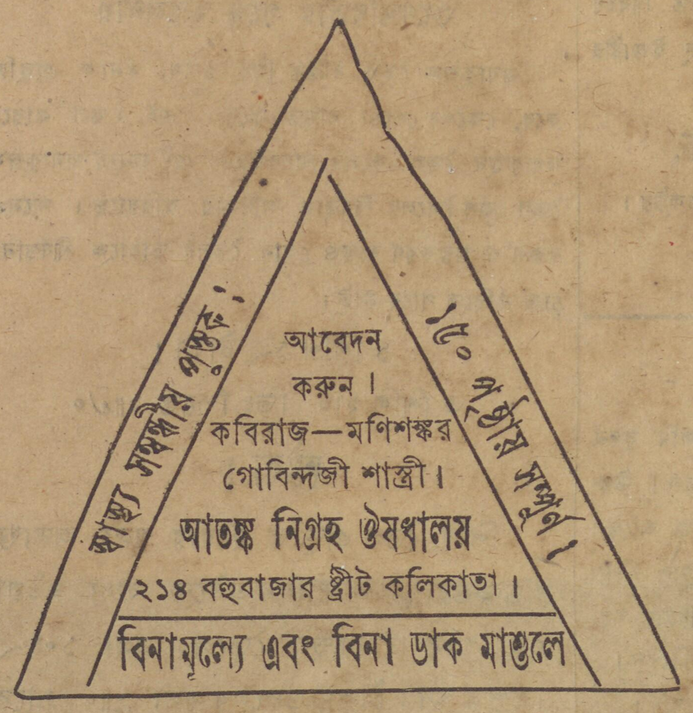

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক! ১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। *এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ